ছড়া :-

ছড়া হল মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিল যুক্ত ছোট আকারের পদ্য কবিতা। বাংলা 'ছড়া' শব্দটি সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, ঝগড়া-বিবাদ, সামাজিক-পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান, অবসর বিনোদন সাধারণত ছড়ার বিষয় ভাবনার মধ্যে ধরা থাকে। আবার অন্যদিকে ছড়া হল গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্বপ্নদর্শী মনের অনায়স সৃষ্টি, যা হল অপরিণত বুদ্ধি মানব শিশু সম্পর্কিত বিষয়। মূলত বাংলা ছড়া শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বলে শিশুর আচার ব্যবহার ও অনুভূতির মধ্যে যে সার্বজনীনতা বিরাজিত তা ছড়ার মধ্যে উপস্থিত থাকে। বাংলা ছড়া গুলি সাধারণত একটি বিশেষ ছন্দে রচিত হয়ে থাকে তা হল শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ। যাকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন 'ছড়ার ছন্দ'। মূলত রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ছড়া চর্চার সূত্রপাত। ছড়া সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন-"ছড়াকে আমি মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান, দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক.....অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছঙ্খল অদ্ভুদ পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।" অর্থাৎ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার রূপ ও উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকসমাজে যে সমস্ত ছড়া প্রচলিত ছিল তার সুনির্দিষ্ট কোন রচিয়তা ছিল না। তখনকার দিনে ছড়া মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। তাই প্রাচীন ছড়ার মধ্যে লোকায়ত সমাজের চিরন্তন আবেগ অনুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত রসধারা, সরল অনাড়ম্বর জীবন প্রবাহ জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক কালে বেশ কিছু সাহিত্যিক সচেতন মনে ছড়া রচনা করেছেন। এই সব ছড়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য লেখা হয়। তাই সৃষ্টির নিরিখে ছড়াকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

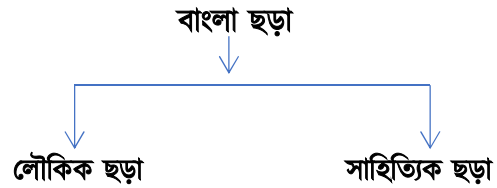

আধুনিক সময়ে যে সমস্ত ছড়া রচিত হয়েছে তা সবই সাহিত্যিক ছড়ার অন্তর্ভূক্ত।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য:- আমাদের বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে যে সমস্ত ছড়া প্রচলিত আছে সেগুলির বিষয় বৈচিত্রের দিকে লক্ষ রেখে আমরা যদি ছড়ার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে ছড়া মূলত-

১. গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বা একক মানুষের দ্বারা মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিল যুক্ত ছোটো ছোটো গ্রাম্য পদ্য কবিতা যা মূলত আবৃত্তির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. ছড়া সাধারণত শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয়ে থাকে, তাই ছড়া কবিতা গুলির ভাষা সহজ সরল ও সাবলীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এবং এর বিষয় বস্তুও আমাদের পরিচিত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. ছড়া মূলত শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও ছড়ার মধ্যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও তৎকালীন সমাজবাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. বাংলার বহু ছড়া বিভিন্ন ঐতিসাহিক ঘটনার সাক্ষী বহন করে চলেছে। যা ছড়ার অন্যতম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

৫. ছড়া মূলত হালকা চালে রচিত হয়, যার মধ্যে অকারণ তথ্যের ভার থাকে না।

৬. ছড়াকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে দ্বৈত ভাব পাওয়া যায়- একটি হলো লৌকিক জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; আর অপরটি হল লকমুখিনতা।

৭. ছড়ার ভাষা মূলত কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়ে থাকে এবং জীবনের সঙ্গে ছন্দ সংগতি রেখে তা সহজেই পাল্টে যেতে পারে।

৮. অঞ্চল ভেদে ছড়ার ভাষা, ছড়া বলার ভঙ্গি, বা ছড়ার বিষয় বস্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৯. এছাড়াও ছড়ার মধ্যে অতীত যুগের শব্দ প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট ব্যাপার। আবার আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের প্রবণতা ছড়ার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মূলত ধনাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত সহ বর্ণনা সংক্ষিপ্তা, ছড়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছড়ার শ্রেণীবিভাগ:-

এর আগে আমরা ছড়াকে তাঁর সৃষ্টির নিরিখে দুই ভাগে ভাগ করেছি। এই ভাগ ছাড়াও ছড়ার বিষয় ও বৈচিত্র্যের নিরিখে ছড়া গুলিকে অজস্র ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। তবে বাংলা লৌকিক ছড়া কে আমরা সাধারণত চার ভাগে ভাগ করে থাকি। যা নিম্নে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল-

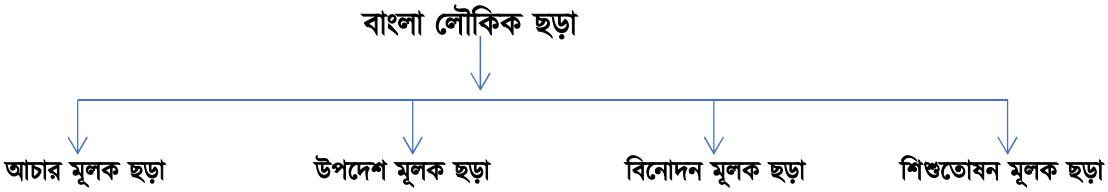

অনেক সমালোচক আবার ছড়াকে এই দুই ভাগে ভাগ করারও পক্ষপাতি। যথা—

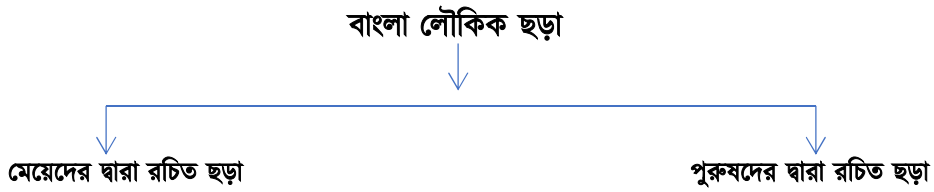

উপরে দুটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ছড়ার যে প্রকার ভেদ দেখানো হল সেটার বাইরেও ছড়ার অজস্র প্রকার ভেদ রয়েছে। সেই অজস্র প্রকারভেদের মধ্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি ছড়া সম্পর্কে আলোচনা করব ।

- ✓ **আচার মূলক ছড়া বা ঐন্দ্রজালিক ছড়া :-** প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন কতকগুলি ছড়া বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলিকে আমরা মূলত আচার মূলক ছড়া বা ঐন্দ্রজালিক ছড়া বলতে পারি। যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা মন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে ঘটনাচক্র কে নিজের আয়ত্তে এনে অভীষ্ট সিদ্ধি হল ইন্দ্রজালের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বলপ্রয়োগ, এবং এর দ্বারা আকস্মিকভাবে কোন কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হয়। উদাহরণ-

  ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
  যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

- ✓ **রোদের ছড়া :-** রৈদ দে রে রৈদানী
  চান্দের সার বকের হাত,
  কলাকাতায় গলা জল
  চচ্চর‍্যায়া রৈদ পড়।

- ✓ **বৃষ্টির ছড়া :-** বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
  নদে এলো বান,
  শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে
  তিন কন্যা দান।
  এক কন্যা রাধেন বাড়েন
  এক কন্যায় খান,
  আরেক কন্যা না খেয়ে
  বাপের বাড়ি যান।

- ✓ **ঘুমপাড়ানি ছড়া :-** ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেয়ো
  বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।

  অথবা ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
  বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

- ✓ **খেলার ছড়া :-**

  ক. ঘরে খেলার ছড়া

  ইকড়ি মিকড়ি/ চাম চিকড়ি / চামে কাটা মজুমদার
  ধেয়ে এল দামুদর/ দামুদরের ছেলেপুলে/ গাছে বাঁধে হিঙুলে।

  খ. বাইরে খেলার ছড়া

  হা-ডু-ডু খেলতে গেলাম কুড়িয়ে পেলাম বেল।
  বেলের ভিতর খেলা আছে হা-ডু-ডু খেল।

- ✓ **ব্রতের ছড়া :-** বাস্তব জীবনের কল্যাণকে লক্ষ্য করে নারী তার ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের কথাই ব্যক্ত করেছে ব্রতের ছড়ার মধ্যামে। কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই আমরা ব্রত বলে থাকি। আর এই ব্রত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সব ছড়া রচিত হয়েছে তাদের ব্রতের ছড়া বলা হয়ে থাকে। যেমন-

ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী।
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ মার ঘর।

সাহিত্যিক ছড়া:- লৌকিক ছড়ার বাইরে বর্তমানে বেশ কিছু সাহিত্যিক ছড়াও রচিত হচ্ছে। এ জাতীয় ছড়া সচেতন মানুষের সৃষ্টি। অনেক সময় এই স ছড়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য লেখা হয়ে থাকে এবং কলক্রমে এমন জনপ্রিয় হয়ে যায় যে কিংবদন্তি হয়ে লোকসাহত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আধুনিককালে যে সমস্ত সাহিত্যিক শিশুসাহিত্য বা ছড়া রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কমল চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘনশ্যাম চৌধুরী, তপতী দেবী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়, সুনীল জানা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, মমতা ব্যানার্জী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সচেতন পাঠক জানেন আরো অনেকেই বাংলার শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই ধারার আরো একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন শঙ্খ ঘোষ। জগৎ ও জীবনের ঘটমান বিষয়কে তিনি সহজ, সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, আবেগকে কেন্দ্র করে তিনি কবিতা লিখেছেন। শুধু তাই নয়, সমাজের সমস্ত ভন্ডামির বিরুদ্ধে তিনি ব্যঞ্জনার সাহায্যে কলম ধরেছেন। এহেন কবি বিবিধ কাব্য-কবিতার পাশাপাশি শিশুদের জন্য ছড়ার জগতে প্রবেশ করে শিশু মনের বিচিত্র রূপকে তিনি তাঁর ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

.....